‘ঈশ্বরের বাক্য’ বিষয়ে বাইবেলের বিশদ অধ্যয়ন

ভূমিকা: ঈশ্বরের বাক্যের মৌলিক গুরুত্ব

ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু, যা মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হিসেবে কাজ করে। এটি গ্রহণ করলে বাইবেলের পূর্ণতা ও কর্তৃত্বের উপর আস্থা তৈরি হয় এবং বাধ্যতা বৃদ্ধি পায়, যা একজন খ্রিষ্টান হওয়ার জন্য এটিকে ভিত্তিগত করে তোলে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঈশ্বরের কথিত আদেশ, ভাববাণীমূলক বার্তা, যিশু খ্রিষ্টের ব্যক্তিত্ব এবং পুরাতন ও নতুন নিয়ম জুড়ে থাকা লিখিত ধর্মগ্রন্থ।

- ইব্রীয় ৪:১২-১৩ (□□□): □□□□□;কারণ ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও সক্রিয়। যেকোনো দুইধারী তরবারির চেয়েও ধারালো, তা আত্মা ও আত্মিক সত্তা, অস্থিসন্ধি ও মজ্জা পর্যন্ত ভেদ করে; তা হৃদয়ের চিন্তা ও মনোভাবের বিচার করে। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কিছুই ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে না। যাঁর কাছে আমাদের হিসাব দিতে হবে, তাঁর চোখের সামনে সবকিছুই উন্মোচিত ও নগ্ন হয়ে যায়।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: ঈশ্বরের বাক্য (গ্রিক: লোগোস, ঐশ্বরিক অভিব্যক্তি) জীবন্ত (প্রাসঙ্গিক) এবং সক্রিয় (গতিশীল), যা আধ্যাত্মিক শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে পাপ ও সত্যকে উন্মোচন করে; যা হয়তো □□□□□;কষ্ট□□□□□; দেয় কিন্তু আরোগ্যের দিকে পরিচালিত করে। এটি লুকানো চিন্তাভাবনা প্রকাশ করে এবং সকলকে জবাবদিহি করে, বিশ্বাসীদের এর চ্যালেঞ্জগুলো থেকে দূরে সরে না যাওয়ার জন্য আহ্বান জানায়।
- ১ তীমথিয় ৪:১৬ (□□□): “তোমার জীবন ও শিক্ষার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখো। সেগুলিতে অধ্যবসায়ী হও, কারণ তা করলে তুমি নিজেকে ও তোমার শ্রোতাদের উভয়কেই পরিত্রাণ দেবে।”
  - ব্যাখ্যা: পরিত্রাণের জন্য জীবন (আচরণ) এবং শিক্ষা (শিক্ষা) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা এই প্রশ্নটি উত্থাপন করে: এত মতামত কেন? ভুল এড়ানোর জন্য সঠিক শিক্ষায় অবিচল থাকা অপরিহার্য।
- ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ (□□□): “সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বরের নিঃশ্বাসে রচিত এবং তা শিক্ষা, তিরস্কার, সংশোধন ও ধার্মিকতায় প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী, যেন ঈশ্বরের দাস প্রত্যেক সৎকাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হতে পারে।”
  - ব্যাখ্যা: পবিত্র শাস্ত্র ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত (গ্রিক: থিওপনিউস্টোস, □□□□□;ঈশ্বর-প্ররেতি□□□□□;) এবং বাস্তবসম্মত, যা বিশ্বাসীদেরকে প্রত্যেক সৎকাজের জন্য প্রস্তুত করে। সবাই হয়তো এটি গ্রহণ করবে না, কিন্তু আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সবই এটি সরবরাহ করে।
- যোহন ১২:৪৭-৪৮ (□□□): “যদি কেউ আমার বাক্য শোনে কিন্তু তা পালন না করে, আমি তাকে বিচার করি না। কারণ আমি জগৎকে বিচার করতে আসিনি, কিন্তু জগৎকে রক্ষা করতে এসেছি। যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে ও আমার বাক্য গ্রহণ করে না, তার জন্য একজন বিচারক আছেন; আমার বলা সেই বাক্যগুলোই শেষ দিনে তাকে দণ্ড দেবে।”
  - ব্যাখ্যা: যিশুর বাক্য (গ্রিক: রেমা, কথিত বাণী) প্রত্যাখ্যান করা মানে তাঁকে এবং পরিত্রাণকে প্রত্যাখ্যান করা। ঈশ্বর উদারভাবে বিচারের মানদণ্ড প্রকাশ করেন, যা আগে থেকে দেওয়া একটি পরীক্ষার মতো, এবং ব্যর্থতার জন্য কোনো অজুহাত রাখেন না।
- প্রেরিত ১৭:১০-১১ (□□□): “রাত হতেই বিশ্বাসীরা পৌল ও সীলসকে বেরেয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা ইহুদিদের সমাজগৃহে গেলেন। বেরেয়ার ইহুদিরা থেসালোনিকার লোকদের চেয়ে অধিক মহৎ চরিত্রের ছিলেন, কারণ তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সেই বার্তা গ্রহণ করলেন এবং পৌলের কথা সত্য কি না, তা দেখার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র পরীক্ষা করতেন।”
  - ব্যাখ্যা: বেরীয়দের মহৎ প্রতিক্রিয়া—উৎসাহের সাথে ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ ও প্রতিদিন তা পরীক্ষা করা—একটি আদর্শ স্থাপন করে: উৎসাহের সাথে পড়ুন, প্রশ্ন করুন এবং বাইবেলের সাথে মিলিয়ে শিক্ষাগুলো যাচাই করুন।

সৃষ্টি, ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বাণীতে ঈশ্বরের বাণী (পুরাতন নিয়ম কেন্দ্রিক)

পুরাতন নিয়মে, 'বাক্য' (হিব্রু: দাবার, অর্থাৎ কথা ও কাজ) হলো ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বাণী বা আদেশ, যা সৃষ্টি, পরিচালনা, বিচার এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে। এটি সক্রিয়, কর্তৃত্বপূর্ণ এবং জীবনদায়ী।

- আদিপুস্তক ১:৩ (□□□): "ঈশ্বর বললেন, 'আলো হোক,' আর আলো হলো।" (আদিপুস্তক ১:৬, ৯, ১১ ইত্যাদিতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে)
  - ব্যাখ্যা: ঈশ্বরের বাক্য তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি করে, যা তার সৃজনশীল শক্তি প্রকাশ করে।
- গীতসংহিতা ৩৩:৬ (□□□): "সদাপ্রভুর বাক্যে আকাশমণ্ডল নির্মিত হয়েছিল, তাঁর মুখের নিঃশ্বাসে নক্ষত্রপুঞ্জ।"
  - ব্যাখ্যা: ঈশ্বরের শ্বাসের সাথে সংযুক্ত বাক্যই মহাবিশ্ব গঠন করে।
- গীতসংহিতা ১৪৮:৫ (□□□): □□□□□;তারা সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক, কারণ তাঁর আদেশেই তারা সৃষ্ট হয়েছিল।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: সৃষ্টি ঈশ্বরের প্রশংসা করে, কারণ তাঁর বাক্যই একে অস্তিত্বে এনেছে।
- যিশাইয় ৫৫:১১ (□□□): □□□□□;আমার মুখ থেকে যে বাক্য বের হয়, তা-ও ঠিক তেমনই: তা আমার কাছে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে না, বরং আমি যা চাই তা পূর্ণ করবে এবং যে উদ্দেশ্যে আমি তা পাঠিয়েছি, সেই উদ্দেশ্য সফল করবে।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: ঈশ্বরের বাক্য সর্বদা তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে, তা সৃষ্টি, পথনির্দেশনা বা বিচার যাই হোক না কেন।
- যাত্রাপুস্তক ২০:১ (□□□): □□□□□;আর ঈশ্বর এই সমস্ত কথা বললেন।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: দশটি আজ্ঞার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যা ঈশ্বরের বাণীকে চুক্তিমূলক নির্দেশনা হিসেবে তুলে ধরে।
- দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩ (□□□): □□□□□;তনি তোমাদের নত করলেন, তোমাদের ক্ষুধার্ত করলেন এবং তারপর মান্না দিয়ে খাওয়ালেন... যেন তোমাদের শিক্ষা দেন যে, মানুষ কেবল রুটি খেয়েই বাঁচে না, বরং প্রভুর মুখ থেকে আসা প্রত্যেকটি বাক্য খেয়ে বাঁচে।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: ঈশ্বরের বাণী দৈহিক চাহিদার ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক জীবনকে টিকিয়ে রাখে।
- যিহোশু ১:৮ (□□□): "এই ব্যবস্থা-পুস্তক সর্বদা তোমার মুখে রাখবে; দিনরাত এর ধ্যান করবে, যেন তুমি এতে যা লেখা আছে, তা পালন করতে সতর্ক হও। তাহলে তুমি সমৃদ্ধ ও সফল হবে।"
  - ব্যাখ্যা: লিখিত বাণীর উপর ধ্যান আনুগত্য ও সাফল্য নিশ্চিত করে।
- যিরমিয় ১:৪ (□□□): □□□□□;সদাপ্রভুর বাক্য আমার কাছে এই বলে এল।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রত্যাদেশ ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছে দেয়।
- যিহিষ্কেল ১:৩ (□□□): "বাবিলীয় দেশে কেবার নদীর তীরে বুসীর পুত্র যাজক যিহিষ্কেলের কাছে প্রভুর বাক্য এল। সেখানে প্রভুর হাত তাঁর উপরে ছিল।"
  - ব্যাখ্যা: ঈশ্বরের বাক্য ভাববাদীদেরকে ঘোষণার জন্য নির্দেশনা দেয়।
- ১ শমূয়েল ৩:১ (□□□): "বালক শমূয়েল এলির অধীনে প্রভুর সেবা করতেন। সেই দিনগুলিতে প্রভুর বাক্য দুর্লভ ছিল; দর্শনও খুব বেশি ছিল না।"
  - ব্যাখ্যা: শব্দটির দুর্লভতাই একে মূল্যবান করে তুলেছিল।
- ১ রাজাবলি ১৭:২ (□□□): □□□□□;তখন প্রভুর বাক্য এলিয়র কাছে এলো।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: এটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিচর্যাকে পথ দেখায়।
- যিশাইয় ৪০:৮ (□□□): □□□□□;ঘাস শুকিয়ে যায় ও ফুল ঝরে পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল স্থায়ী থাকে।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: ঈশ্বরের বাক্য চিরন্তন, যা সৃষ্টির ঊর্ধ্বে স্থায়ী।
- আমোস ৩:১ (□□□): □□□□□;হে ইস্রায়েলীয়গণ, এই বাক্য শোনো, যে বাক্য প্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে বলেছেন—সেই সমগ্র পরিবারের বিরুদ্ধে, যাদের আমি মিশর থেকে বের করে এনেছি।□□□□□;

- ব্যাখ্যা: এটি বিচার নিয়ে আসে এবং মনোযোগ আকর্ষণ করে।

- গীতসংহিতা ১০৭:২০ (□□□): "তিনি তাঁর বাক্য প্রেরণ করে তাদের সুস্থ করলেন; তিনি তাদের কবর থেকে উদ্ধার করলেন।"

  - ব্যাখ্যা: ঈশ্বরের বাক্য আরোগ্য দান করে এবং মুক্তি দেয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (প্রেরিত ৭:১-৩৮): প্রেরিত ৭ অধ্যায়ে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে: ঈশ্বর অব্রাহামকে আহ্বান করেন (পদ ১-৮), যাকোবকে মিশরে নিয়ে যান (পদ ৯-১৬), ইস্রায়েলকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য মোশিকে উত্থাপন করেন (পদ ১৭-২৯), এবং মোশির মাধ্যমে 'জীবন্ত বাক্য' (পদ ৩৮) দান করেন। এগুলোই প্রথম পাঁচটি পুস্তক (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ) গঠন করে, যা হিব্রু/আরামাইক ভাষায় (খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০-৪০০) লেখা হয়েছিল এবং ইহুদি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গৃহীত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, ভাববাদীরা অনুপ্রাণিত লেখা যোগ করে 'ব্যবস্থা ও ভাববাদিপুস্তক' গঠন করেন।

দেহধারী যিশু খ্রিষ্ট রূপে ঈশ্বরের বাক্য (নব নিয়মের পরিপূর্ণতা)

নতুন নিয়মে, বাক্য (লোগোস, ঐশ্বরিক অভিব্যক্তি) যিশুর মধ্যে মূর্ত হয়েছেন, যিনি পুরাতন নিয়মের প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করেন এবং ঈশ্বরের প্রত্যাদেশকে মূর্ত করে তোলেন।

- যোহন ১:১-৩, ১৪ (□□□): "আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছিল; তাঁকে ছাড়া এমন কিছুই সৃষ্ট হয়নি যা সৃষ্ট হয়েছে... সেই বাক্য দেহ ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি, সেই একমাত্র পুত্রের মহিমা, যিনি পিতা থেকে এসেছেন, অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।"

  - ব্যাখ্যা: যিশু হলেন ঐশ্বরিক, সৃষ্টিকর্তা বাক্য (লোগোস), যা আদিপুস্তকের সৃষ্টির সাথে যুক্ত এবং ঈশ্বরকে প্রকাশ করে (যোহন ১:১৮: □□□□□;কউে কখনও ঈশ্বরকে দেখেনি, কিন্তু একমাত্র পুত্র, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর এবং পিতার সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন□□□□□;)।

- যোহন ৫:৩৯-৪০ (□□□): "তোমরা শাস্ত্র খুব যত্নসহকারে অধ্যয়ন করো, কারণ তোমরা মনে করো যে এর মধ্যেই তোমরা অনন্ত জীবন পাবে। এই শাস্ত্রই তো আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, তবুও তোমরা জীবন লাভ করার জন্য আমার কাছে আসতে অস্বীকার করো।"

  - ব্যাখ্যা: ধর্মগ্রন্থ অনন্ত জীবনের জন্য যিশুর দিকে নির্দেশ করে।

- প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৩ (□□□): "তিনি রক্তে রঞ্জিত এক বস্ত্র পরিধান করেন এবং তাঁর নাম ঈশ্বরের বাক্য।"

  - ব্যাখ্যা: বাক্য হিসেবে যিশুর নাম বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর কর্তৃত্বকে নির্দেশ করে।

- লূক ২৪:২৭, ৪৪-৪৯ (□□□): □□□□□;আর তিনি মোশি ও সমস্ত ভাববাদীদের থেকে শুরু করে, সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন... তিনি তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে থাকাকালীন তোমাদের যা বলেছিলাম, এই সেই: মোশির ব্যবস্থা, ভাববাদীদের গ্রন্থ এবং গীতসংহিতা—এই সব গ্রন্থে আমার বিষয়ে যা কিছু লেখা আছে, তার সবই অবশ্যই পূর্ণ হবে।' তারপর তিনি তাদের মন খুলে দিলেন, যেন তারা শাস্ত্র বুঝতে পারে... তাঁর নামে সমস্ত জাতির কাছে পাপের ক্ষমার জন্য অনুতাপের সুসমাচার প্রচার করা হবে।□□□□□;

  - ব্যাখ্যা: যিশু পুরাতন নিয়ম পূর্ণ করেন এবং তাঁর বার্তা প্রচারের জন্য প্রেরিতদের প্রস্তুত করেন, এর অর্থ অনুধাবনের জন্য তাদের মনকে উন্মুক্ত করেন।

- যোহন ৮:৩১-৩২ (□□□): □□□□□;যে ইহুদিরা তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল, যীশু তাদের বললেন, 'যদি তোমরা আমার শিক্ষায় স্থির থাকো, তবে তোমরা সত্যিই আমার শিষ্য। তখন তোমরা সত্যকে জানতে পারবে এবং সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।'□□□□□;

  - ব্যাখ্যা: যিশুর বাক্যে (লোগোস) স্থির থাকা শিষ্যত্ব ও স্বাধীনতা নিয়ে আসে।

- যোহন ১৫:৩ (□□□): "আমি তোমাদের কাছে যে বাক্য বলেছি, তার কারণে তোমরা ইতিমধ্যেই শুচি হয়েছ।"

  - ব্যাখ্যা: যিশুর বাক্য (লোগোস) বিশ্বাসীদের শুদ্ধ করে।

- ইব্রীয় ১:১-৩ (□□□): □□□□□;অতীতে ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বহুবার ও নানা উপায়ে ভাববাদীদের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন, কিন্তু এই শেষ দিনগুলিতে তিনি আমাদের সঙ্গে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে কথা বলেছেন, যাঁকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছেন এবং যাঁর মাধ্যমে তিনি এই বিশ্বজগৎও সৃষ্টি করেছেন। পুত্র হলেন ঈশ্বরের মহিমার দীপ্তি এবং তাঁর সত্তার অবিকল প্রতিরূপ, যিনি তাঁর শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা সমস্ত কিছুকে ধারণ করে আছেন।□□□□□;

- ব্যাখ্যা: ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে কথা বলেন, যিনি তাঁর বাক্য (রেমা, কথিত আদেশ) দ্বারা সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখেন।

সমন্বিত বিষয়বস্তু: যিশু বিধান ও ভাববাদিগ্রন্থ পূর্ণ করেন (মার্ক ১২:২৮-৩৪: □□□□□;তে·োমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভালোবাসো... এবং □#39;তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো□#39;□□□□□;), এবং আনুষ্ঠানিক আইনসমূহকে (কলসীয় ২:১৬-১৭: □□□□□;এগুলে·ো আগত বিষয়সমূহের ছায়া মাত্র; কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা খ্রিষ্টের মধ্যেই পাওয়া যায়□□□□□;) বাস্তবতা হিসেবে প্রতিস্থাপন করেন। (দ্রষ্টব্য: দৃশ্যগত স্পষ্টতার জন্য মূল দলিলে দৃষ্টান্তমূলক চিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা সম্ভবত বিধানের পরিপূর্ণতা বা আদেশের নকশা।)

লিখিত শব্দ: অনুপ্রেরণা, কর্তৃত্ব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ

বাইবেল ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত, প্রামাণিক এবং রূপান্তরকারী; যা বিশ্বাসীদের পথ দেখায় এবং মতবাদ গঠন করে।

- ২ পিতর ১:২০-২১ (□□□): □□□□□;সর্ব·োপরি, তোমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, শাস্ত্রের কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই ভাববাদীর নিজের ব্যাখ্যার দ্বারা আসেনি। কারণ ভবিষ্যদ্বাণীর উৎপত্তি কখনও মানুষের ইচ্ছায় হয়নি, বরং ভাববাদীরা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে কথা বলতেন।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: ধর্মগ্রন্থের উৎস পবিত্র আত্মা, মানুষের ইচ্ছা নয়।
- গীতসংহিতা ১১৯:১০৫ (□□□): □□□□□;তে·োমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলো।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: ঈশ্বরের বাক্য (দাবার) দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালিত করে (গীতসংহিতা ১১৯ অধ্যায়ে ১৭০টিরও বেশি পদে একে আইন, বিধি ইত্যাদি হিসেবে মহিমান্বিত করা হয়েছে)।
- রোমীয় ১৫:৪ (□□□): □□□□□;কারণ অতীতে যা কিছু লেখা হয়েছিল, তা আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই লেখা হয়েছিল, যেন শাস্ত্রের শিক্ষায় শেখানো সহিষ্ণুতা ও তার দেওয়া উৎসাহের মাধ্যমে আমরা আশা লাভ করতে পারি।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: পুরাতন নিয়ম শিক্ষা দেয় এবং আশা জোগায়।
- গালাতীয় ৩:৮ (□□□): □□□□□;শাস্ত্র পূর্বেই দেখেছিল যে, ঈশ্বর বিশ্বাসের দ্বারা অ-ইহুদিদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করবেন, এবং অব্রাহামের কাছে আগেই সুসমাচার ঘোষণা করেছিলেন: 'তোমার মাধ্যমে সমস্ত জাতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে'।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: পবিত্র শাস্ত্র বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের ভবিষ্যদ্বাণী করে।
- ১ থেসালোনিকীয় ২:১৩: "আর আমরাও ঈশ্বরের ক্রমাগত ধন্যবাদ করি, কারণ তোমরা আমাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের যে বাক্য শুনেছ, তা গ্রহণ করেছ; তোমরা তা মানুষের কথা বলে গ্রহণ করোনি, বরং তা যেমন, ঠিক সেইভাবেই গ্রহণ করেছ—ঈশ্বরের বাক্য, যা তোমাদের বিশ্বাসীদের মধ্যে সত্যিই কাজ করছে।"
  - ব্যাখ্যা: প্রচারিত বাক্য (লোগোস) বিশ্বাসীদের রূপান্তরিত করে।
- যাকোব ১:২১ (□□□): "অতএব, তোমরা সমস্ত নৈতিক কলুষতা ও ব্যাপক মন্দতা দূর কর এবং তোমাদের অন্তরে রোপিত বাক্য নম্রভাবে গ্রহণ কর, যা তোমাদের পরিত্রাণ করতে পারে।"
  - ব্যাখ্যা: রোপিত বাণী (লোগোস) বিনীতভাবে গ্রহণ করলে পরিত্রাণ দেয়।
- ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ (গুরুত্ব আরোপের জন্য পুনরাবৃত্তি): "সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বরের নিঃশ্বাসে রচিত এবং তা শিক্ষা, তিরস্কার, সংশোধন ও ধার্মিকতায় প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী, যেন ঈশ্বরের দাস প্রত্যেক সৎকাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত হতে পারে।"
  - ব্যাখ্যা: পবিত্র শাস্ত্র পিতামাতার মতো প্রশিক্ষণ দেয় এবং শিক্ষা, সংশোধন ও ধার্মিকতার মাধ্যমে পরিপক্কতা বৃদ্ধি করে।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার কারণসমূহ:

- অজ্ঞতা (মথি ২২:২৯: "তোমরা ভ্রান্তিতে আছ, কারণ তোমরা শাস্ত্র ও ঈশ্বরের শক্তি জানো না"; হোশেয় ৪:৬: "জ্ঞানের অভাবে আমার প্রজারা বিনষ্ট হয়")।

- ব্যক্তিত্বের আরাধনা (১ করিন্থীয় ১:১২: □□□□□;তে◌োমাদরে মধ্যে কেউ বলে, ‘আমি পৌলকে অনুসরণ করি’; কেউ বলে, ‘আমি অ্যাপোলোসকে অনুসরণ করি’...□□□□□;; প্রেরিত ২০:৩০: □□□□□;লে◌োকরো উঠবে এবং সত্যকে বিকৃত করবে□□□□□;)।
- শাস্ত্রের বিকৃতি (২ পিতর ৩:১৬: □□□□□;অজ্ঞ ও অস্থিরমতি লোকেরা বিকৃত করে, যেমন তারা অন্যান্য শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও করে□□□□□;; আদিপুস্তক ৩:১: □□□□□;ঈশ্বর কি সত্যিই বলেছেন...□□□□□;)।
- ব্যক্তিগত সুবিধা (২ তীমথিয় ৪:৩: □□□□□;তারা নিজেদের ইচ্ছাপূরণের জন্য সুস্থ শিক্ষাও সহ্য করবে না□□□□□;; যিশাইয় ৩০:১০-১১: মিষ্টি কথার আকাঙ্ক্ষা)।
- মানবীয় প্রথা (মার্ক ৭:৬-৯: □□□□□;তে◌োমরা তোমাদের প্রথার খাতিরে ঈশ্বরের বাক্যকে অসার করে দাও□□□□□;; কলসীয় ২:৮: □□□□□;ফাঁপা ও প্রতারণাপূর্ণ দর্শন... মানবীয় প্রথা□□□□□;; মথি ১৫:৬-৯)।
- সংযোজন (হিতোপদেশ ৩০:৬: □□□□□;তাঁর বাক্যের সঙ্গে কিছু যোগ কোরো না, নইলে তিনি তোমাকে তিরস্কার করবেন□□□□□;; প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২, ১২:৩২; ১ করিন্থীয় ৪:৬)।
- আজ্ঞা পালনে অনিচ্ছা (যোহন ৭:১৭: □□□□□;যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চায়, সে জানতে পারবে আমার শিক্ষা ঈশ্বর থেকে এসেছে কি না□□□□□;; যোহন ৮:৩১-৩২)।

ব্যাখ্যা: দোষ মানুষের, ঈশ্বরের নয়—মৌলিক বিষয়গুলোতে ঈশ্বরের বাক্য সুস্পষ্ট। ভ্রান্ত মতবাদ (যেমন, চিহ্ন/অলৌকিক ঘটনা, স্বাস্থ্য/সম্পদ, শেষকাল নিয়ে জল্পনা, গালাতীয়দের প্রতি লেখা পত্রের সাথে সাংঘর্ষিক মসিহবাদী ইহুদিবাদ, অতিপ্রতিক্রিয়া হিসেবে কেবল বিশ্বাস) হলো আধ্যাত্মিক জাঙ্ক ফুডের মতো, যা সঠিক মতবাদের (স্বাস্থ্যকর শিক্ষার) তুলনায় অস্বাস্থ্যকর। প্রস্থানের সংক্ষিপ্ত রূপ: সহজ পথ (২ তীমথিয় ৪:২-৩; যিশাইয় ৩০:১০-১১; যোহন ৮:৩১-৩২), অতিরিক্ত শিক্ষা (হিতোপদেশ ৩০:৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২, ১২:৩২; ১ করিন্থীয় ৪:৬; প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮-১৯), অজ্ঞতা (মথি ২২:২৯; হোশেয় ৪:৬; যিশাইয় ১:২: □□□□□;আমি সন্তান প্রতিপালন করেছি... কিন্তু তারা অবাধ্য হয়েছে□□□□□;; ২ তীমথিয় ২:১৫: □□□□□;ঈশ্বররে কাছে নিজেকে এমন একজন হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো, যিনি অনুমোদিত... এবং সত্যের বাক্য সঠিকভাবে পরিচালনা করেন□□□□□;), ঐতিহ্য (মথি ১৫:৬-৯; মার্ক ৭:৬-৯)।

বাইবেলের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং প্রামাণ্যতা

বাইবেলের গঠন ছিল দৈব পরিকল্পনাপ্রসূত; খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থসমূহ এবং চতুর্থ শতাব্দীর শুরুর দিকে নতুন নিয়মের ধর্মগ্রন্থসমূহ স্থির হয়।

- পুরাতন নিয়ম: হিব্রু/আরামাইক ভাষায় রচিত (১৪০০-৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), ইহুদি ধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত।
- নতুন নিয়ম: গ্রিক ভাষায় রচিত (খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী), যিশুর পুনরুত্থানের ৪৫-৬০ বছর পর এটি সমাপ্ত হয়। খ্রিস্টধর্ম, যা প্রাথমিকভাবে একটি ইহুদি সম্প্রদায় ছিল, অ-ইহুদিদের ধর্মান্তরিতকরণ এবং নতুন নিয়মকে ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত বলে গ্রহণ করার ফলে স্বাধীন হয়ে ওঠে (যেমন, ২ পিতর ৩:১৫-১৬)।
- প্রামাণ্যকরণ: গ্রিক শব্দ □#39;ক্যানন□#39; (মাপার দণ্ড) থেকে উদ্ভূত, যা ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা নির্ধারণ করত। মুরাটোরিয়ান ক্যানন (আনুমানিক ১৮০ খ্রিস্টাব্দ) প্রাথমিক পর্যায়ের; চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে পূর্ণাঙ্গ নতুন নিয়মের প্রামাণ্য সংকলন তৈরি হয়।
- বাহ্যিক উৎসসমূহ: ট্যাসিতাস, সুয়েটোনিয়াস, থ্যালাস, প্লিনি (রোমান), জোসেফাস, রাব্বিনিক (ইহুদি), নিউ টেস্টামেন্ট অ্যাপোক্রিফা, প্যাট্রিস্টিকস (৩২৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের ৩০,০০০-এর বেশি উদ্ধৃতি), কোরআন (সপ্তম শতাব্দী) খ্রিস্ট/খ্রিস্টধর্মকে সমর্থন করে, যা দেখায় যে বাইবেলই একমাত্র উৎস নয়।
- অসম্পূর্ণ প্রেরিতীয় রচনা: সবগুলি অন্তর্ভুক্ত নয় (কলসীয় ৪:১৬: লাওদিসীয়দের প্রতি হারিয়ে যাওয়া পত্র; ১ করিন্থীয় ৫:৯: পূর্ববর্তী পত্র; ২ থেসালোনিকীয় ৩:১৭: প্রমাণীকরণ)। নতুন নিয়ম যথেষ্ট, কিন্তু সম্পূর্ণ নয় (যোহন ২০:৩০: □□□□□;যীশু আরও অনেক অলৌকিক চিহ্ন দেখিয়েছিলেন... যা লিপিবদ্ধ করা হয়নি□□□□□;; যোহন ২১:২৫: □□□□□;এই গ্রন্থগুলির জন্য জগতে জায়গা হতো না□□□□□;)।
- অ্যাপোক্রিফা/সিউডোপিগ্রাফা: নিউ টেস্টামেন্টের অ্যাপোক্রিফা (২য়-৪র্থ শতাব্দীর জল্পনা) এবং সিউডোপিগ্রাফা (ভুলভাবে আরোপিত) ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত নয়। ওল্ড টেস্টামেন্টের অ্যাপোক্রিফা (২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-১০০ খ্রিস্টাব্দ, ল্যাটিন বাইবেলে আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দে অন্তর্ভুক্ত, ক্যাথলিকদের দ্বারা ব্যবহৃত, ১৬শ শতাব্দীর পর অনেক প্রোটেস্ট্যান্ট দ্বারা প্রত্যাখ্যাত) এর ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে (যেমন, ১ ম্যাকাবিস) কিন্তু এটি সর্বজনীনভাবে অনুপ্রাণিত নয়।

- পৌলের ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা: ২ পিতর ৩:১৫-১৬: □□□□□;আমাদরে প্রিয় ভাই পৌল... ঈশ্বর তাঁকে যে প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা দিয়েই তোমাদের কাছে লিখেছিলেন... যেমন অন্যান্য শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও করা হয়□□□□□;; ১ তীমথিয় ৫:১৮ পদে লূক ১০:৭ (□□□□□;শ্রমকি তার মজুরির যোগ্য□□□□□;) পদটিকে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১ করিন্থীয় ৭:১০,১২ পদে, পৌল যীশু কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন বা করেননি, তা নিয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু মতামত বনাম ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য দেখাননি।
- অন্য কোনো ঐশ্বরিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ রচনা নয়: গালাতীয় ১:৬-৯,১২: অন্য কোনো সুসমাচার নয়; যিহূদা ৩: "সেই বিশ্বাস যা একবারেই অর্পিত হয়েছিল"; ২ পিতর ১:৩: "ধার্মিক জীবনের জন্য আমাদের যা কিছু প্রয়োজন"; ইফিষীয় ৪:১৩: "বিশ্বাসে ঐক্য"; ১ করিন্থীয় ১৩:১০-১১: "যখন পূর্ণতা আসে।" অতিরিক্ত সংযোজন (যেমন, মরমন গ্রন্থ, ঐশ্বরিক নীতি, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য) নিষিদ্ধ (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২, ১২:৩২; ১ করিন্থীয় ৪:৬)।

নির্ভুলতা: ডেড সি স্ক্রোলস (২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-৬৮ খ্রিস্টাব্দ, আবিষ্কৃত ১৯৪৭) এস্থার ছাড়া পুরাতন নিয়মের সমস্ত বই অন্তর্ভুক্ত করে, যা এর ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করে (যেমন, ইশাইয়া ৫৩ স্ক্রোলটি পরবর্তীকালের পাণ্ডুলিপির সাথে মেলে)। ডেড সি স্ক্রোলসের পূর্ববর্তী, পুরাতন নিয়মের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলো ছিল দশম শতাব্দীর।

সংস্করণসমূহ: কেজেভি (১৬১১) সেকেলে, এতে ভুল ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অ্যাপোক্রিফা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এতে ডিএসএস/প্যাপিরাস নেই। অধ্যয়নের জন্য ডাইনামিক ইকুইভ্যালেন্স (এনআইভি, ইএসভি, হোলম্যান সিএসবি) এবং নির্ভুলতার জন্য কঠোরতর অনুবাদ (এনআরএসভি, এনএএসবি) পছন্দ করুন। ভাবানুবাদ (লিভিং বাইবেল, এনএলটি) পরিহার করুন এবং মুক্ত অনুবাদ (এনইবি, জেরুজালেম বাইবেল, টিইভি) সতর্কতার সাথে ব্যবহার করুন।

পুরাতন নিয়ম: জীবন্ত বাক্য, বিধান এবং খ্রীষ্টে তার পরিপূর্ণতা

পুরাতন নিয়মে 'জীবন্ত বাক্য' (দাবার) রয়েছে, যা খ্রীষ্টের মধ্যে শ্রেণিবদ্ধ ও পূর্ণতা লাভ করেছে।

- যাত্রাপুস্তক ১৯:৩-৬: "আমি মিশরের প্রতি যা করেছিলাম, তা তোমরা নিজেরাই দেখেছ; কীভাবে আমি তোমাদের ঈগল পাখির ডানায় বহন করে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। এখন যদি তোমরা পুরোপুরি আমার বাধ্য হও এবং আমার নিয়ম পালন করো, তবে সমস্ত জাতির মধ্যে থেকে তোমরা আমার অমূল্য সম্পদ হবে... যাজকদের এক রাজ্য এবং এক পবিত্র জাতি।"
  - ব্যাখ্যা: বিধি-বিধান ইস্রায়েলকে যাজক ও সাক্ষী হিসেবে পৃথক করেছে।
- যাত্রাপুস্তক ২০:১-৬ (□□□): □□□□□;আর ঈশ্বর এই সমস্ত কথা বললেন: 'আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু... আমার সামনে তোমাদের অন্য কোনো দেবতা থাকবে না। তোমরা নিজের জন্য কোনো প্রতিমা তৈরি করবে না...'□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: একেশ্বরবাদ ইসরায়েলকে স্বতন্ত্র করেছিল।
- দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৫-৮: □□□□□;তে·ামরা সতর্কতার সাথে তাদের পর্যবেক্ষণ কর, কারণ এর দ্বারা জাতিগণের কাছে তোমাদের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা প্রকাশ পাবে; তখন তারা এই সমস্ত বিধি-বিধানের কথা শুনে বলবে, 'নিশ্চয়ই এই মহান জাতি এক জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোক।'□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: আইনসমূহ ইসরায়েলের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের সাক্ষ্য দিত।
- ১ করিন্থীয় ১০:১১ (□□□): "এইসব ঘটনা তাদের প্রতি দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘটেছিল এবং আমাদের জন্য সতর্কবাণী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, যাদের উপর যুগান্তকাল এসে পড়েছে।"
  - ব্যাখ্যা: ইস্রায়েলীয় অভিজ্ঞতা খ্রিষ্টানদের যাজক, উপাসক এবং সাক্ষী হিসেবে পথ দেখায়।

আইনের প্রকারভেদ:

- আনুষ্ঠানিক (উপাসনা, বলিদান): খ্রীষ্টের ছায়া (ইব্রীয় ১০:১-৪: □□□□□;ব্যবস্থা কেবল ছায়ার মতো... কখনও... সিদ্ধ করতে পারে না□□□□□;; লেবীয় ১৭:১১: □□□□□;রক্তই প্রায়শ্চিত্ত করে□□□□□;; ইব্রীয় ৯:১-১০: মন্দিরের নকশা প্রত্যাদেশের প্রয়োজনীয়তা দেখায়)।
- নাগরিক (সামাজিক শৃঙ্খলা)।
- নৈতিক (হৃদয়ের ধার্মিকতা)।

পরিপূর্ণতা: কলসীয় ২:১৬-১৭: আনুষ্ঠানিক বিধি-বিধান হলো ছায়া; খ্রীষ্টই হলেন বাস্তবতা। মার্ক ১২:২৮-৩৪: যীশু বিধি-বিধানকে ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসা হিসেবে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

নতুন নিয়ম: প্রেরিত ও ভাববাদীদের মাধ্যমে জীবন্ত বাণী

ঈশ্বর পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যা করতে, যিশুর জীবন ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ করতে এবং খ্রিস্টীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রেরিত ও ভাববাদীদের মাধ্যমে □□□□□;জীবন্ত বাক্য□□□□□; বলেছিলেন।

- লূক ২৪:৪৪-৪৯ (□□□): যিশু প্রেরিতদের মন খুলে দিয়েছিলেন যেন তারা শাস্ত্র বুঝতে পারেন এবং অনুতাপ ও ক্ষমার সুসমাচার প্রচার করার জন্য তাদের নিযুক্ত করেছিলেন।
- প্রেরিত ২:২২-৩২ (□□□): পিতর গীতসংহিতা ১৬:৮-১১ (দাউদ, আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) উদ্ধৃত করেন: "তুমি আমাকে মৃতদের রাজ্যে পরিত্যাগ করবে না... তুমি আমাকে জীবনের পথ জানিয়েছ," যা যিশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করে।
- প্রেরিত ৩:১৭-২৩ (□□□): পিতর দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮-১৯ (মোশি, আনুমানিক ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন: □□□□□;আমি তাদের জন্য তোমার মতো একজন ভাববাদীকে দাঁড় করাব,□□□□□; এর মাধ্যমে তিনি যিশুকে চিহ্নিত করেছেন।
- প্রেরিত ১৭:১-৪ (□□□): পৌল শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করেন যে যিশুকে দুঃখভোগ করতে ও পুনরুত্থিত হতে হয়েছিল।
- ইফিষীয় ৩:২-৬ (□□□): "খ্রীষ্টের রহস্য... এখন পবিত্র আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদীদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে।"
  - ব্যাখ্যা: নতুন প্রত্যাদেশ খ্রীষ্টের দ্বারা অ-ইহুদিদের অন্তর্ভুক্তিকরণকে স্পষ্ট করে।
- রোমীয় ১৬:২৫-২৭ (□□□): □□□□□;যে রহস্য বহু যুগ ধরে গুপ্ত ছিল, তা এখন ভাববাদীমূলক লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত ও জ্ঞাত হয়েছে।□□□□□;
  - ব্যাখ্যা: ভবিষ্যদ্বাণীমূলক লেখা সকল জাতির উপকারে আসে।
- সুসমাচার:
  - ম্যাথিউ: ইহুদি খ্রিস্টানদের জন্য, ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার উপর জোর দেওয়া।
  - মার্ক: অ-ইহুদিদের জন্য (রোমান), সংক্ষিপ্ত।
  - লূক: গ্রীকদের জন্য, থিওফিলাসকে উদ্দেশ্য করে, নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য (লূক ১:১-৪: □□□□□;যাতে তোমাদের যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার সত্যতা তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারো□□□□□;)।
  - যোহন: সাধারণ শ্রোতা, সম্পূরক বিবরণ (যোহন ২০:৩০-৩১: "এইগুলি লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করো")।
- পত্রাবলী: ফিলিপীয় ৩:১: পৌল সুরক্ষার জন্য লেখেন; ২ পিতর ৩:১-২, ১৫-১৬: পিতর সুস্থ চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করার জন্য স্মরণ করিয়ে দেন এবং পৌলের পত্রাবলীকে পবিত্র শাস্ত্রের সমতুল্য বলে গণ্য করেন।

ঐতিহাসিকতা: নতুন নিয়মে নির্ভুল জাগতিক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে, আখ্যানের বিবরণ কালানুক্রমকে সমর্থন করে এবং প্রেরিতেরা সুসমাচার ও পত্রাবলিকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করতেন।

ঈশ্বরের বাক্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

সমগ্র পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের বাক্যের গুণাবলী অভিন্ন।

বৈশিষ্ট্য	মূল শ্লোক	বাইবেলের ব্যাখ্যা
চিরন্তন/অপরিবর্তনীয়	যিশাইয় ৪০:৮; মথি ২৪:৩৫: □□□□□;আমার বাক্য কখনও বিলুপ্ত হবে না।□□□□□;	সৃষ্টির চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী।
শক্তিশালী/কার্যকর	ইব্রীয় ৪:১২; যিশাইয় ৫৫:১১; রোমীয় ১০:১৭: □□□□□;বিশ্বাস আসে খ্রীষ্টের সম্বন্ধে বাক্য শোনার মাধ্যমে।□□□□□;	ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে; বিশ্বাস সৃষ্টি করে।
বিশুদ্ধ/সত্যবাদী	গীতসংহিতা ১২:৬: "সদাপ্রভুর বাক্য নিখুঁত"; যোহন ১৭:১৭: "তোমার বাক্যই সত্য।"	পবিত্র করে।
জীবনদায়ী	দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩; যোহন ৬:৬৩: "আমি যে বাক্য বলেছি... তা পবিত্র আত্মা ও জীবনে পরিপূর্ণ"; যোহন ৬:৬৮: "তোমাদের কাছেই অনন্ত জীবনের বাক্য আছে।"	আধ্যাত্মিক জীবনকে টিকিয়ে রাখে।

বৈশিষ্ট্য	মূল শ্লোক	বাইবেলের ব্যাখ্যা
আনুগত্যের আহ্বান	যাকোব ১:২২-২৫: □□□□□;যা বলা হয়েছে তাই করো□□□□□;; ১ শমূয়েল ১৫:২২-২৩: বলিদানের চেয়ে বাধ্যতা।	পদক্ষেপের দাবি জানায়; বিদ্রোহ বিচার ডেকে আনে।
প্রচার/ঘোষণা	প্রেরিত ৬:৭: □□□□□;ঈশ্বররে বাক্য ছড়িয়ে পড়ল□□□□□;; প্রেরিত ১২:২৪: □□□□□;ছড়য়িে পড়তে থাকল□□□□□;; মথি ১৩:১-২৩ (বীজ বপনকারী)।	মণ্ডলীর বৃদ্ধি ঘটায়।

পরিত্রাণ/বিচার: যোহন ১২:৪৮ (বাক্য বিচার করে); রোমীয় ১:১৬: □□□□□;সুসমাচার... ঈশ্বরের সেই শক্তি যা পরিত্রাণ আনে□□□□□;; ইফিষীয় ১:১৩: □□□□□;সত্যরে বার্তা, তোমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার□□□□□;; যোহন ১৬:৮: পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।

সাধারণ প্রশ্ন, প্রতিবন্ধকতা এবং প্রয়োগ

- অবিশ্বাসীদের: পড়তে (রোমীয় ১০:১৭; যোহন ২০:৩০-৩১) এবং বাধ্য থাকতে উৎসাহিত করুন (যোহন ৭:১৭: □□□□□;যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চায়, সে তা জানতে পারবে□□□□□;)।
- করণীয়: প্রতিদিন উৎসাহের সাথে পড়ুন (যেমন, যোহনের সুসমাচার); প্রশ্ন করুন; প্রতিদিন অধ্যয়ন করুন (প্রেরিত ১৭:১১); অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করুন (২ তীমথিয় ২:১৫)।

সারসংক্ষেপ

বাক্য (দাবার, লোগোস, রেমা) সৃষ্টিমূলক বাণী থেকে যিশুর অবতারণা এবং অনুপ্রাণিত শাস্ত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয় (১ পিতর ১:২৩-২৫: □□□□□;ঈশ্বররে জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্যের মাধ্যমে□□□□□;)। এটি ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, টিকিয়ে রাখে, রূপান্তর ঘটায় এবং বাধ্যতা ও ঘোষণার দাবি করে।